# "গ্লোবাল-ভিলেজ" কিছু ভালো - কিছু খারাপ

ডাঃ সুপর্ণা ব্যানার্জী

M.B.B.S(CAL), DGO, MD (CAL), MRCOG (UK)
Consultant Obstetrician & Gynecologist
Specialist in Assisted Conception (IVF) & LapSurgeon
Ph : 8697475255
E-mail : suparnaban2@gmail.com , Website : www.dr.suparnabanerjee.com


আজকের পৃথিবীটা আস্তে আস্তে কতটা বদলে যাচ্ছে।

কিছু বদলকে আমরা সাদরে গ্রহণ করি, যেমন ইনফরমেশন টেকনোলজির উন্নতি এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে মানুষের জীবনে।

পুরো পৃথিবীর খবর এখন সহজেই এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়।

এর যেমন ভালো দিক আছে তেমনই কিছু খারাপ দিকও আছে। ভালো হল পৃথিবী এখন 'গ্লোবাল ভিলেজ' হয়ে গেছে। আজ আমাদের কোনো কিছু দরকার হলে তা আমরা ঘরে বসে অর্ডার করলেই পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত থেকে এসে হাজির হয়।

আবার খারাপ দিক হলো কোনো ভুয়ো খবর চারদিকে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক বিপত্তি ঘটায় যা কোভিড১৯-এর মতো অসুখ এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীর এতগুলো দেশে একসাথে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যে অসুখটার অস্তিত্ব কয়েকমাস আগে কারো জানা ছিল না সেটাই এখন অতিমারী হয়ে পৃথিবীর লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই অসুখটা অত্যন্ত অদ্ভুত ধরণের কারোর ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না আবার কারো ক্ষেত্রে এত বেশী কষ্ট সৃষ্টি করছে যে তার থেকে মৃত্যুও হচ্ছে অনেকের।

বিভিন্ন দেশ এই ভয়ঙ্কর ভাইরাসজনিত রোগ ছড়ানোকে রুখতে ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন রকম ভাবে চেষ্টা করছে। কোনো কোনো দেশ এত যথেষ্ট সফল হচ্ছে যেমন দক্ষিণ কোরিয়া। এখন সোস্যাল মিডিয়ার দৌরত্ম্যে আমরা সবাই কিন্তু সহজেই অন্যদের সফলতা বা বিফলতার খবর জানতে পারি এবং তা থেকে শিক্ষাও নিতে পারি।

এই ভাইরাসকে আমরা যত তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল করতে পারব তত তাড়াতাড়ি আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারব।

একজন ডাক্তার হিসাবে আমার আশঙ্কাটা হলো এই ভাইরাসটি আসার পরে এত দ্রুত ছড়াচ্ছে এবং মানুষের ভয় বাড়াচ্ছে তা বিভিন্ন শ্রেণীর সব মানুষের মধ্যে তীব্র সংকট সৃষ্টি করেছে। তাই মানুষ একান্ত বিপদে না পড়লে বা খুব কষ্টে না থাকলে হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে আসছে না তাই বিভিন্ন ক্রনিক রোগীরা ঠিক মতো চিকিৎসা পাচ্ছে না। অনেক রোগীর ক্ষমতা নষ্ট হবার আগে বুকে ব্যথা হলে যেটা হার্টের হতে পারে তা জেনেও তারা হাসপাতাল যেতে ভয় পাচ্ছে যেটা অন্য যেকোনো সময় ভাবা যায় না। তাছাড়া জ্বর বা সর্দিকাশি হলে লোকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে ভয় পাচ্ছে। লুকোনোর প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তাই এই পরিস্থিতিতে কোভিড না হলেও রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, রোগীদের অসহনীয় কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে আমার স্পেশালিটি মানে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা করা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চিকিৎসা বেশীরভাগ লোক মনে করে যে এটা এমার্জেন্সি নয়। তাই পরে করলেও হবে। কিন্তু যে দম্পতিরা এই সমস্যায় ভুগছে এবং একান্তভাবে চাইছে যে তারা যেন সত্বর সন্তানধারণ করতে পারে। তাদের এই কষ্ট ও সমাজ বুঝতে নারাজ।

অনেক মহিলা আছেন যাঁরা তাঁদের প্রজনন ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছেন তাই তারা চেষ্টা করছেন যেন তাদের শেষ আশাটা নষ্ট না হয়। তাই যত তাড়াতাড়ি তারা চিকিৎসা শুরু করতে পারবেন ততই ভালো হয়।

আবার কেউ হয়তো ক্যান্সারের মতো কঠিন অসুখে ভুগছেন যা তাঁকে বেশী সময় দেবে না তা তারা জানেন। তাই তাদের প্রজনন তারা ডিম্বাশয় থেকে ডিমগুলি সংরক্ষণ করতে চান তাড়াতাড়ি। কারণ ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরু হলে তাদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

আবার এমন মহিলা আছেন যাঁদের বয়স অল্প কিন্তু এন্ডোমেট্রিয়োসিস নামক সমস্যা তাঁদের প্রজনন ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে ক্রমশ। আবার প্রেগন্যান্ট হলে তাদের এই রোগের প্রকোপও কমে যায়। তাই গর্ভধারণ তাদের রোগেরও চিকিৎসা বলা যায়। কিন্তু এরা এদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছেন না। এদের সাহায্য করার জন্য আমরা যারা বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ আছি তারা চেষ্টা করছি।

আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলেও নতুন সংক্রমণের সংখ্যা কমতে থাকলে এই সমস্ত দম্পতিদের অনেক সুবিধা হবে।

সবাইকে জানাই আপনারা আতঙ্কিত হবেন না, একটু ধৈর্য্য ধরুন আশা রাখি আমরা শীঘ্রই এই দুঃসময় কাটিয়ে উঠবো।

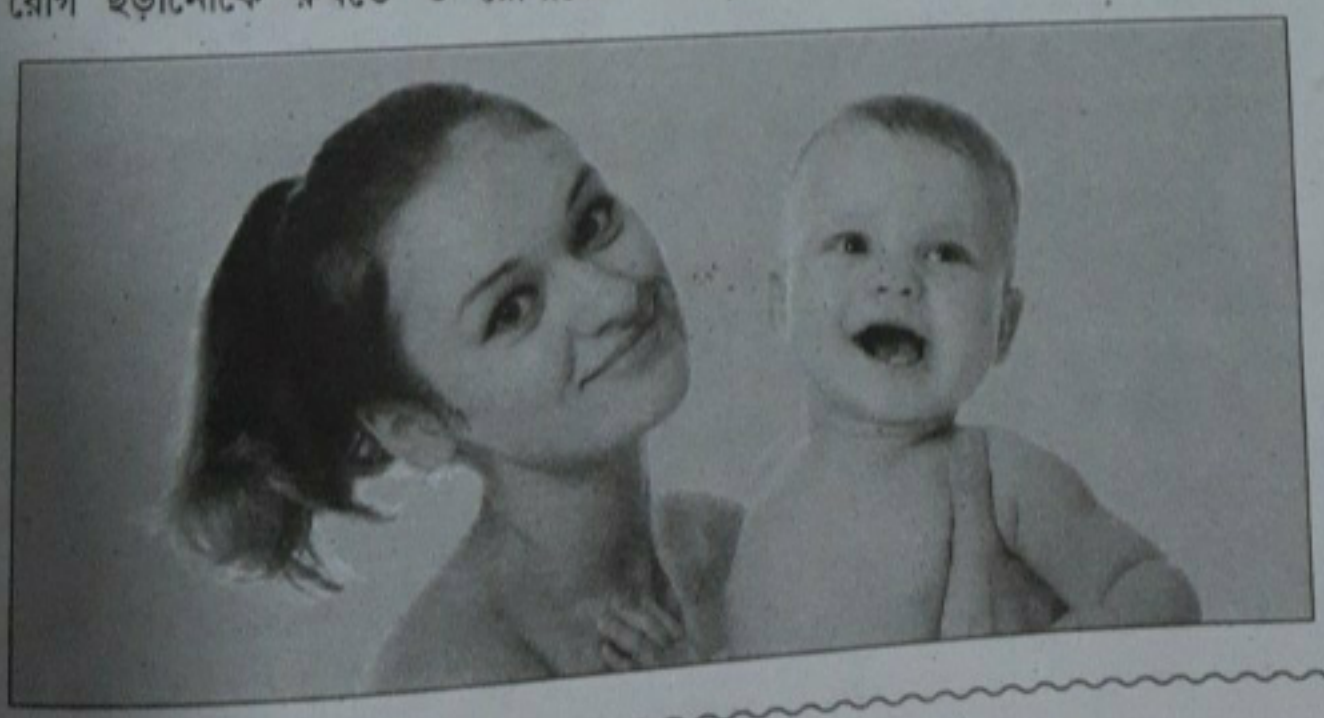


**ANKUR fertility clinic & research centre**
M : 9051371257 / 9073562204
23A/661A, New Alipore, Block-O,
Kolkata-700053
E-mail : suparnaban2@gmail.com,
Website : www.dr.suparnabanerjee.com